১) ঐতিহাসিক কাব্য কাকে বলে?। ঐতিহাসিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ?।২) ঐতিহাসিক কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।৩) ঐতিহাসিক কাব্যের স্বল্পতার কারণগুলি লেখ। উত্তরঃ-১)যে সমস্ত কাব্য মূলতঃ ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর অর্থাৎ প্রাচীন কালের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত কাহিনী নির্ভর সেই সমস্ত কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা হয়। কিছু ঐতিহাসিক কাব্য হল-বাণভট্ট রচিত '**হর্ষচরিত**',পদ্মগুপ্ত রচিত'**নবসাহসাঙ্কচরিত**",কহ্লণ(কল্ হণ) রচিত '**রাজতরঙ্গিনী**'প্রভৃতি। **উত্তরঃ-২) ঐতিহাসিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য গুলি হল নিম্নরূপঃ-ক)-**ঐতিহাসিক কাব্যগুলি হল মূলতঃকাব্য। অর্থাৎকাব্য রচনায় হল সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবেশ বা বর্ণনা থাকলেও তা সেখানে মুখ্য নয়।**খ)-**ঐতিহাসিক কাব্যগুলি থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্য অনুষ্চমানের এবং অনেকাংশে অবিশ্বস্ত।**গ)-**ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিলালিপি এবং তাম্রশাসনসমূহের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিলালিপি তে,তাম্রশাসনে, বিভিন্ন রাজার দানপত্রে,প্রশস্তিপত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন ইতিহাস।মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গির্ণার শিলালেখ,হরিষেণ রচিত সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তি প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

২)ঐতিহাসিক কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ-'হর্ষচরিত':-ঐতিহাসিক রচনা বলতে যা বোঝায় তার নিদর্শন হল বাণভট্ট রচিত আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য '**হর্ষচরিত'।** এই কাব্যটির **প্রথম উচ্ছ্বাসে-**বাণভট্ট নিজের বংশাবলির পরিচয় দিয়েছেন।কবির যৌবনকাল পর্যন্ত কার্যকলাপ ও এই অংশে বিধৃত হয়েছে। **দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে-**হর্ষবর্ধনের আদেশে তাঁর সভায় বাণভট্টের আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে। **তৃতীয় উচ্ছ্বাসে--**বাণভট্টের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা জানা যায়।ঘরে ফিরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে রাজা হর্ষবর্ধনেরও স্থানেশ্বরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন বাণভট্ট। **চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হয়েছে-**পুষ্যভুতি রাজা থেকে মহান রাজবংশের উদ্ভব,প্রভাকরবর্ধনের কার্যাবলি,রাজ্যবর্ধন,হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর জন্মকথা,রাজ্যশ্রীর সঙ্গে গ্রহবর্মার বিবাহ,হূণদের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের অভিমান,প্রভাকরের মৃত্যু,মালবরাজের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর কারারুদ্ধদশা,যুদ্ধে গৌড়রাজের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু প্রভৃতি।**সপ্তম উচ্ছ্বাসের বিষয়-**গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা। **অষ্টম উচ্ছ্বাসে-**আশ্রমে সমবেত অশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবগম্ভীর সমাবেশ এবং সত্য,সাম্য ও অহিংসার দিব্য পরিবেশের বর্ণনা খুবই সুন্দর

ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সেখানে দিবাকর মিত্র হর্ষকে রাজ্যশ্রীর খোঁজ দেন।রাজ্যশ্রীকে নিয়ে হর্ষ তাঁর শিবিরে ফিরে আসেন। এখানেই ক্রমশঃ সন্ধ্যা নেমে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কাব্যটিরও যবনিকা পড়ে।

ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত **'হর্ষচরিত'**-এই প্রথম গদ্যরচনার প্রয়াস দেখতে পাই। এদিক থেকে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থে আমরা সমসময়ের দেশ,জাতি ও সমাজের ছবি দেখতে পাই। তবুও **'হর্ষচরিত'-**ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপঞ্জী ষয়।এটি মূলতঃ কাব্য, ইতিহাস এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। কেননা, এখানে ঐতিহাসিক তথ্যের পাশাপাশি যথেষ্ট কবিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।কাব্যগুণ বেশী মাত্রায় দেখা যায়। সমসাময়িক ঘটনার চিত্রাকর্ষক একটি কাব্যই বাণভট্ট আমাদের উপহার দিয়েছেন।। কিন্তু কবির চিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক অংশ অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ইতিহাসের ভাষায় মে ঋজুতা,প্রকাশ্যে তে সারল্য প্রয়োজন হর্ষচরিতে তা নেই। তবুও ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত গদ্যশিল্পে অলংকৃত এই গ্রন্থটি ঐতিহাসিক কাব্যের আসনে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত।